করোনার উপসর্গ নিয়ে ঢাকা থেকে কালীগঞ্জে এসে নৈশ প্রহরীর মৃত্যু

করোনার উপসর্গ নিয়ে ঢাকা থেকে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে এসে শুকুর আলী (৫৫) নামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে কালীগঞ্জ পৌরসভার কাশিপুর গ্রামের শ্বশুর বাড়িতে তার মৃত্যু হয়। শুকুর আলী কালীগঞ্জের ঘোপপাড়া গ্রামের মৃত মসলেম উদ্দীনের ছেলে। তিনি ঢাকার যাত্রাবাড়ির একটি তেলের ফ্যাক্টরীর নৈশ প্রহরী হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তার সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্ট ছিল। এছাড়া তিনি ডায়াবেটিস রোগেও ভুগছিলেন।

ঢাকা থেকে মৃত ব্যক্তির সাথে আসা তার ছোট ভাই খাইরুল ইসলাম জানান, তারা দুই ভাই একসাথে যাত্রাবাড়ি তীর সয়াবিন তেলের ফ্যাক্টরী তে কাজ করতেন। তিনি দীর্ঘদিন ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন। হঠাৎ গত শুক্রবার তিনি জ্বরে আক্রান্ত হন। এরপর রোববার ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখান থেকে বুধবার রাত ২টায় এ্যাম্বুলেন্সে কালীগঞ্জ নিয়ে আসা হয়। বৃহস্পতিবার ভোর ৫ টার দিকে তিনি মারা যান।

কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্বাস্থ ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা শামীমা শিরিন লুবনা জানান, মৃত্যু ব্যক্তির কিছু করোনা উপসর্গ ছিল। আমরা তার নমুনা সংগ্রহ করে পাঠিয়েছি। রেজাল্টেন জন্য অপেক্ষা করছি। দেখা যাক কি হয়। তিনি আরো জানান, আমাদের মেডিক্যাল টিম ও দাফন কমিটি সাথে আছেন। দাফন কমিটি কাজ করছেন। তাকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে নামাজে জানাযা শেষে কবর দেয়া হবে।

করোনার উপসর্গ নিয়ে শুকুর আলী কাশিপুর গ্রামের যে বাড়িতে মারা গেছেন সেই বাড়িটি কি লোক ডাউন করা হয়েছে? এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, “এখনো লডডাউন করা হয়নি, নমুনা রেজাল্ট পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে”।
কালীগঞ্জর থানার অফিসার-ইনচার্জ (ওসি) মুহাঃ মাহফুজুর রহমান মিয়া বলেন, করোনার উপসর্গ নিয়ে এক ব্যক্তি বৃহস্পতিবার ভোরে মারা গেছেন। তিনি বুধবার রাতে ঢাকা থেকে কালীগঞ্জে আসেন। তার দাফন

কাফনের ব্যবস্থা চলছে। এছাড়া মেডিক্যাল টিম তার নমুনা সংগ্রহ করেছে।

দর্শনা পৌরসভায় করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে আলোচনা সভা

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা পৌরসভার উদ্যোগে ঈদকে সামনে রেখে করোনা ভাইরাস মাহামারি প্রতিরোধ কল্পে জন সচেতনতা মূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার দুপুর ১২ টায় দর্শনা অডিটোরিয়াম হলরুমে করোনাভাইরাস মাহামারি প্রতিরোধ কল্পে জন সচেতনতা মূলক আলোচনা সভায় দর্শনা পৌর আ’লীগের সভাপতি মেয়র মতিয়ার রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক ও উপজেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহফুজুর রহমান মনজু।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি) মাহবুবুর রহমান কাজল, দর্শনা কেরু এন্ড কোম্পানীর জি এম (প্রশাসন) শেখ শাহাবুদ্দিন, দর্শনা ইমাম সমিতির সভাপতি মো: নূরুল ইসলাম, দর্শনা প্রবীণ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আকমত আলী, ঈদগাহ কমিটির সভাপতি জাহিদুল ইসলাম।

এছাড়া আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন জন প্রতিনিধি, আ’লীগ নেতা, মসজিদের ইমাম, সাংবাদিকসহ স্থানীয় সুধী সমাজের নেতৃবৃন্দ।

রেশন কার্ডের তালিকায় ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেনের স্বজন প্রীতি

রেশন কার্ডের তালিকায় স্বজনপ্রীতি করেছেন মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের সোনাপুর ৩ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেন।

যেখানে তার পরিবারে তিন জন ভাইকে রেশন কার্ডের তালিকায় থাকতে দেখা গেছে।

এছাড়া দলীয় বিবেচনায় আরও তিনজন ব্যক্তির নাম দেখা গিয়েছে। যারা সকলেই অবস্থাশালী এবং টাকা পয়সার দিক দিয়ে স্বচ্ছল। কেউ কেউ আবার দীর্ঘদিন যাবত বিদেশ খেটে এসেছে।

কিন্তু দিন আনা দিন খাওয়া গরীবদের কপালে রেশন কার্ডের তালিকায় নাম জোটেনি গ্রামের অনেক অসহায় পরিবারের।

জানা গেছে গত কয়েকদিন আগে রেশন কার্ডের তালিকা তৈরি করা হয় স্থানীয় ইউপি সদস্যদের মাধ্যমে।

আর সেই তালিকায় ইউপি সদস্যর স্বজন ও কিছু দলীয় অবস্থাশালী ব্যক্তিদের নাম দেখা গেছে।

নামের তালিকায় মেম্বারের স্বজনদের ভিতর একজন ভাইয়ের নাম, একজন ভাতিজার নাম ও একজন ভাবির নাম দেখা গেছে। তারা হলেন, মেম্বরের ভাই শাহাবদ্দীন, ভাতিজা কানন হোসেন ও ভাবি রোজিফা খাতুন।

তবে শাহাবদ্দীন, কাননের পিতাঃ জাহানুর ইসলাম ও রোজিফা খাতুনের স্বামী: শওকত আলি, যারা তিন জনই মেম্বরের আপন ভাই।
এছাড়াও রোজিফা খাতুনের স্বামী শওকত এর নামে বয়স্ক ভাতার কার্ড থাকায় তার নামে রেশন কার্ড না দিয়ে কৌশলে তার স্ত্রীর নাম তালিকায় দেওয়া হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। তারা সকলেই আর্থিক দিক দিয়ে স্বচ্ছল ও ৮/১০ বিঘা জমির মালিক।

এদিকে দলীয় ব্যক্তিদের ভিতর অবস্থাশালী মৃতঃ বনমালী খাতুনের ছেলে রবিউল ইসলাম, আনোয়ার হোসেনের ছেলে মতিয়ার রহমান ও বজলুর

রহমানসহ কয়েকজনের নাম রয়েছে। যারা সকলেই স্বচ্ছল ব্যক্তি।

খোজ নিয়ে দেখা গেছে, গরীব অসহায় ব্যক্তিদের ভিতর সোনাপুর গ্রামের অনেকের নাম রেশন কার্ডের তালিকায় যুক্ত হয়নি।

গরীবদের ভিতর কয়েকজন হলেন, সোনাপুর বাজারপাড়ার মৃত পরেসের ছেলে আজিল শেখ। আজিল একজন ভিক্ষুক। তারপরেও তার নাম রেশন কার্ডের তালিকায় দেওয়া হয়নি।

অন্যজন হলেন ভাদুর ছেলে জাকের। তিনি ভেড়া চরায়ে সংসার চালায়। ভাদুর নাম রেশন কার্ডের তালিকায় উঠেনি।

এছাড়া কয়েক সপ্তাহ আগে করোনার কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া সকল চায়ের দোকানদার, নাপিত ও ভ্যানচালকদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়।

কিন্তু সোনাপুর মাঝপাড়া গ্রামের ইজার আলী চায়ের দোকানী হলেও তাকে চায়ের দোকানদারদের তালিকায় রাখা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। ইজারের মা জানায়, আমাদের গ্রামের সকল চায়ের দোকানদারদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হয় কিন্তু আমার ছেলেকে কিছুই দেয়নি। পরে আমার ছেলেকে একটা লোক উপজেলায় ডেকে নিয়ে ১০ কেজি চাউল দেন।

একই ভাবে সোনাপুর গ্রামের ভ্যান চালক হাসান আলীর মা জানান, আমার ছেলে ভ্যান চালায়। কিন্তু আমার ছেলেকে মেম্বার কিছুই দেয়নি।
একই জায়গার কালুর স্ত্রী শিল্পী খাতুন জানান, আমার স্বামী করিমন চালায়। করোনার কারণে করিমন চালাতে দেয়না। অনেকদিন ধরে বসে আছি, কিন্তু করিমন চালকদের সাহায্য করলেও মেম্বার আমাদের কোন সাহায্য করেনি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন নেতাকর্মীরা জনান, মেম্বার সাহেব তার নিজের ইচ্ছে ও কাছের লোকদের বিভিন্ন সুবিধা দিচ্ছে। কে বড়লোক আর কে গরীব সেটা দেখছে না। তালিকা তৈরি করার সময় কোন নেতাকর্মীকে জানাচ্ছে না।

ইউপি সদস্য সোহরাব হোসেনের কাছে স্বজন প্রীতির কথা জানতে চাওয়া হলে তিনি স্বীকার করে বলেন, প্রথমে ভুল করে এমনটা হয়েছিলো, তবে পুনরায় কিছু লোক বাদ দিয়ে নতুন করে তালিকা তৈরি করা হয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি বলেন, নামের তালিকা অনুযায়ী প্রতিটা গ্রামে তদন্ত করা হচ্ছে। যদি স্বচ্ছল ব্যক্তির রেশনের তালিকায় নাম থেকে থাকে তাহলে তাদের নাম কেটে দেওয়া হবে। তাছাড়া

আমার উপজেলায় কোন ধরনের স্বজনপ্রীতি চলবে না।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর শহরের ৭ নং ওয়ার্ডে অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বাড়ি বাড়ি গিয়ে পৌছে দেন মেয়র রিটন।

গতকাল বুধবার বিকেলে অন্যান্যদিনের মত ধারাবাহিক ভাবে প্রায় ৩’শ পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

এ পর্যন্ত প্রায় মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে ৯ হাজার পরিবারের কাছে খাদ্য পৌছেছে। এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ আগামিতেও অব্যাহিত থাকবে বলে জানান, পৌর মেয়র মো: মাহাফুজুর রহমান রিটন।

ত্রাণ বিতরণে সহযোগিতা করেন, ৭নং ওয়ার্ডেও কাউন্সিলর রাজীব প্রমুখ।

করোনা দুর্যোগে অসহায়দের পাশে মিরপুর উপজেলা যুবলীগ নেতা

বিশ্ব কাঁপানো করোনা ভাইরাস সংক্রমন প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি মানবিক কাজ করে চলেছে উপজেলার করোনা মোকাবেলায় অগ্রভাগের সৈনিক উপজেলা যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক, শাকিলুর রহমান বিটু।

বুধবার বিকেলে পথচারী ও ছিন্নমুলদের মাঝে ইফতার ও রান্না করা খাবার বিতরণ করেন তিনি।

এছাড়াও প্রতিদিনই তাকে দেখা যায় উপজেলার কোন না কোন এলাকায়। কখনো কারো হাতে স্যানিটায়জার স্প্রে করে জীবাণুমুক্ত করা,আবার কখনো কাউকে গ্লাভস মাস্ক স্যানিটাইজার দিয়ে সাহায্য করা।

মিরপুর উপজেলার ১৩ ইউনিয়ন ও পৌরসভার মিরপুর উপজেলার এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছুটে বেড়াচ্ছে সে।

করোনা সংক্রমন বিস্তাররোধে প্রতিটি গ্রামের যুবসমাজকে কাজে লাগিয়ে জীবানু নাশক স্প্রে করাচ্ছে এলাকার মসজিদ,মন্দির,বাজার,চলাচলের রাস্তায় এতে করে উপজেলায় সৃষ্টি হচ্ছে সচেতনতা। এছাড়াও বিটু পল্লী চিকিৎসকদের PPE সহ সুরক্ষা সামগ্রীর যোগান দিয়ে গ্রামের মানুষকে চিকিৎসা সেবা প্রদান অব্যাহত রাখার চেষ্টা করছে।
এখানেই শেষ নয়।

উপজেলার করোনা সচেতনতার পাশাপাশি করোনার কারনে কাজ করতে না পারা দিনমুজুরি খেটে খাওয়া অসাহায় মানুষের জন্যও নিজের ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে চাউল ডাউল ও সবজি সহায়তা দিয়ে মানবিক কাজেও অংশ নিচ্ছে বিটু।

চুয়াডাঙ্গায় বোরোধান সংগ্রহে সরকারি নীতিমালা বাস্তবায়নের দাবীতে সংবাদ সম্মেলন

চুয়াডাঙ্গা জেলায় বোরোধান সংগ্রহে সরকারি নীতিমালার যথাযথ বাস্তবায়ন ও অনিয়ম প্রতিরোধে কৃষক ও নাগরিক সমাজের সচেতনতা সৃষ্টিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অরাজনৈতিক সংগঠন জেলা লোকমোর্চার আয়োজনে বুধবার দুপুরে ওয়েভ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব

করেন জেলা লোকমোর্চার সভাপতি অ্যাডভোকেট আলমগীর হোসেন।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে জানানো হয়, চলতি বছর জেলায় ৫ হাজার ৩১০ প্রান্তিক কৃষকের কাছ থেকে ৫ হাজার ৩১০ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হবে। এজন্য তালিকাভুক্ত কৃষকদের মধ্যে থেকে লটারীর মাধ্যমে কৃষক নির্বাচর করার কথা রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত প্রান্তির কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের নামে ইতিপূর্বে নানা অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। চলতি বছর স্বচ্ছতার ভিত্তিতে প্রকৃত প্রান্তির কৃষকদের কাছ থেকে ধান ক্রয়ের কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার জন্য ইতিমধ্যেই যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে জেলা লোকমোর্চা দাবী উত্থাপন করেছে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম সনি, জীবননগর উপজেলা লোকমোর্চার সভাপতি আবুল কালাম আজাদ, সদর উপজেলা লোকমোর্চার সাধারণ সম্পাদক পারভীন লাইল, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক জহির রায়হান, প্রকল্প সমন্বয়কারী কামরুজ্জামান যুদ্ধ, লোকমোর্চার সচিব কানিজ সুলতানা প্রমুখ।

কার্পাসডাঙ্গায় ইসলামি ব্যাংকের ত্রাণ বিতরণ

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গায় করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের মাঝে কার্পাসডাঙ্গা শাখার ইসলামি ব্যাংক (এজেন্ট ব্যাংক) সুষ্ঠুভাবে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করেছে।

গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১২ টার দিকে কার্পাসডাঙ্গা বাজারে ব্যাংক প্রাঙ্গণে এলাকার হতদরিদ্রের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করা হয়েছে। এলাকা সমূহে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে। খাদ্য সামগ্রী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিরোধমূলক সকল নির্দেশনা ও দূরত্ব বজায় রেখে এমএম ফিলিং স্টেশনের ম্যানেজার তুহিন আক্তার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে সংকটময় মুহূর্তে খেটে খাওয়া, গরিব-দুঃখী এবং কর্মহীন মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সকলের সচেতন হতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, ব্যাংক শাখার ম্যানেজার মোঃ খলিলুর রহমান, হাবিবুর রহমান, শফিক উদ্দিন মানিক, আলি আকবার, মোহাম্মদ আলী সোহাগ।

দরিদ্র কৃষকের ধান কেটে দিল পুলিশ

চুয়াডাঙ্গার হাজরাহাটি গ্রামের দরিদ্র কৃষক তানজিলুর রহমানের জমির ধান কেটে দিলো চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ।

মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সদর উপজেলার ট্যাংরামারি গ্রামের নবগঙ্গা খালপাড়া মাঠে এক বিঘা জমির থান কেটে দিয়েছে পুলিশ সদস্যরা।

অতিরিক্তি পুলিশ সুপার আবু তারেক বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে এমনিতেই শ্রমিক সংকট রয়েছে। এ অবস্থায় হাজরাহাটি গ্রামের দরিদ্র কৃষক তানজিলুর রহমান অর্থের অভাবে নবগঙ্গা খালপাড়া মাঠের পাঁকা ধান কাটতে পারছিলেন না।

বিষয়টি জেলা পুলিশকে অবগত করেন কৃষক। পরে মঙ্গলবার সকালে জেলা পুলিশের ২০ সদস্য কৃষকের জমির ধান কেটে দেন। ধানগুলো শুকানো হলে ঝেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান অতিরিক্তি পুলিশ সুপার।

কৃষকের ধানা কাটায় অংশগ্রহণ করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেডকোয়াটার কনক কুমার দাস, সদর থানার ওসি আবু জিহাদ প্রমুখ।

গাংনীতে ইয়ূথদের উদ্দ্যেগে রাস্তা মেরামত

গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের রাধাগোবিন্দপুর গ্রামে ইয়ূথ লিডারদের উদ্যোগে গ্রামের বিত্তশালী মানুষের কাছে থেকে টাকা উত্তোলন করে কাদাযুক্ত রাস্তায় বালি ফেলে রাস্তা মেরামত করা হয়।

এ কাজের সাথে আরো সহযোগিতায় ছিলেন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের গ্রামউন্নয়ন দলের সদস্য বৃন্দরা।

এ বিষয়ে গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি ফজলুল হক জানান, দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে ইয়ূথ লিডারদের এমন চিন্তাধারা অবশ্যই প্রশংসানীয়। সেই গ্রাম উন্নয়ন টিমের সদস্যদের ধন্যবাদ তারাও ইয়থদের সাথে একাত্তাপোষন করে এমন মহান উদ্দ্যেগ গ্রহন করার জন্য।

এ বিষয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ইউনিয়ন সমন্বয়কারী বাশারুল ইসলাম জানান, ইয়ূথ এবং গ্রাম উন্নয়নের সদস্যরা কয়েক দিন ধরেই মানুষের দারে দারে গিয়ে টাকা উত্তোলন করে কাদাযুক্ত রাস্তায় বালি ফেলে যাতাযাত উপযোগী করে তুলেছে। তাদের কাছে কৃতজ্ঞ আমরা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিবার।

ইয়ূথ এর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মামুন মিয়া নাছিম আলী আসমত, শাহারুল ইসলাম প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় ভাঙ্গা পরিবার জুড়া লাগালেন সদর থানার ওসি

চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন গাইঘাটা গ্রামের মাসুদ রানার ভাঙ্গা পরিবার জুড়া লাগিয়ে দিলেন ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান।

বাল্যবিবাহ একজন শিশুর শারীরিক-মানসিক ও আর্থসামাজিক বিকাশ সাধনের অন্যতম অন্তরায়। তাসনিমের চেহারা দেখলে খুব সহজেই বোঝা যায় যে, শিশুটি পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এটিও বাল্যবিবাহের সরাসরি কুফল। আসুন, সম্মানিত চুয়াডাঙ্গা বাসী, আমরা আমাদের সন্তানদের, আমাদের পরিবারের সদস্যদের, আমাদের এলাকার মানুষ কে বাল্যবিবাহের কুফল কতটা ভয়ানক হতে পারে সে বিষয়ে সচেতন করে তুলি।